সা ত দি ন

১ অক্টোবর: সারা দেশে উৎসব-মুখর পরিবেশে বিপুল সংখ্যক ভোটারের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

১৩৭টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত এবং নির্বাচনী সহিংসতায় বরিশাল, ভোলা ও শরীয়তপুরে ৫ ব্যক্তি নিহত।

২ অক্টোবর : ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় ঐক্যজোটের বিপুল বিজয়।

৩ অক্টোবর : বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এবং প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানকে অবিলম্বে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানাতে অনুরোধ জানান।

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের দাবিসহ সারাদেশে বিক্ষোভ-অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন।

বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ বারীণ মজুমদার পরলোকগমন করেছেন।

৪ অক্টোবর : আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রপতির অধীনে পুনঃনির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এমএ সাঈদ নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের দাবিকে নাকচ করে দিয়েছেন।

৫ অক্টোবর : শেখ হাসিনাকে ৪ রাষ্ট্রদূতসহ জিমি কার্টার নির্বাচনের ফলাফল মেনে সংসদে যাবার অনুরোধ জানান।

দীর্ঘ ৬৪ দিন বন্ধ থাকার পর ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

লালমনিরহাট ও নীলফামারীতে ঘূর্ণিঝড়ে ৮জন নিহত।

৬ অক্টোবর : দেশের ২৬টি চেম্বার ও ব্যবসায়ী সংগঠন যৌথ বিবৃতিতে জনরায় মেনে নিয়ে সংসদকে কার্যকর করার আহ্বান জানায়।

নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় কালিয়াকৈর, সিরাজগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও নাটোরে ৪ ব্যক্তি নিহত।

৭ অক্টোবর : মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে ৩ বস্তা নির্বাচনী ব্যালট উদ্ধার।

নির্বাচনোত্তর সহিংসতায় চট্টগ্রাম, বাগেরহাট ও ফেনীতে ৬ ব্যক্তি নিহত।

গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা

দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর গণতন্ত্রের স্বার্থে জয় ও পরাজয় মেনে নেয়া উচিত। গণতন্ত্রের স্বার্থে সংসদকে কার্যকর করে তোলা প্রয়োজন। জনগণের প্রত্যাশা, আগামী দিনে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। গণতন্ত্রকে করবে সুসংহত... লিখেছেন জয়ন্ত আচার্য

ব্যাপক সহিংসতার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও পয়লা অক্টোবর দেশে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হল অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ নির্বাচনে প্রায় ৭৫ শতাংশ ভোট পড়েছে। ভোটারদের উপস্থিতি দেশের গণতন্ত্রে অগ্রযাত্রার মাইল ফলক। নির্বাচন বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট বিজয়ী হয়েছে। দেশের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ পেয়েছে ৬১টি আসন। বিদেশী পর্যবেক্ষক এ নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ বলে অভিহিত করছে। তবে আওয়ামী লীগ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এ নির্বাচনকে স্থূল কারচুপি বলে অভিহিত করেছেন। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন উঠায় শান্তি প্রিয় মানুষ হয়েছেন মর্মাহত আতঙ্কিত। তারা ভেবেছিলেন, নির্বাচনের পরে দেশে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ করবে। জয়ী ও বিজয়ী দল উভয় মিলে সংসদীয় প্রক্রিয়াকে সুসংহত করবে। এগিয়ে যাবে গণতন্ত্র।

এদেশে গণতন্ত্রের চর্চা হয়েছে খুবই অল্প সময়। পুরো পাকিস্তান আমলে তেইশ বছরের একুশ বছরই ছিল সামরিক সরকারের অধীনে। দেশ স্বাধীন হবার পর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকায় গণতন্ত্র দৃঢ় হয়নি। ৭৫ পট পরিবর্তনের পর দেশ আবারও নিমজ্জিত হয় সামরিক শাসকের যাত্রাকালে। নূর হোসেনের মত শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে ৯০ গণ অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে সামরিক জান্তা এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। দেশে শুরু হয়

গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা। এই গণতন্ত্র নানা ঘাত প্রতিঘাতে মধ্যে দিয়ে দশটি বছর এগিয়ে চলছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পেয়েছে সাংবিধানিক ভিত্তি। পয়লা অক্টোবরের নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ ভোটারের উপস্থিতি গণতন্ত্রের যাত্রাকে আরো করেছে শানিত।

তবে নির্বাচ্চনোত্তর পরিবেশ দেখে গণতন্ত্রকামী জনগণ হচ্ছে ব্যাথিত। পরাজিত দল আওয়ামী লীগ ভোট কারচুপির অভিযোগ তুলে সংসদ বর্জনের হুমকি দিচ্ছে। তারা অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে। অপর দিকে বিজীত দলের কর্মীরা সারা দেশে শুরু করেছে দখলের রাজনীতি। নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে দেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়। নানা স্থানে তাদের ওপর চলছে অমানবিক নির্যাতন।

এদেশের মানুষ গণতন্ত্রকামী ও শান্তিকামী। তারা চায় ব্যালটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন। অতীতে নানা অপশক্তি জনগণের ব্যালটের এই অধিকার হরণ করেছে। গণতন্ত্রে হার জিত আছে। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর গণতন্ত্রের স্বার্থে জয় ও পরাজয় মেনে নেয়া উচিত। গণতন্ত্রের স্বার্থে সংসদকে কার্যকর করে তোলা প্রয়োজন। জনগণের প্রত্যাশা, আগামী দিনে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। গণতন্ত্রকে করবে সুসংহত। নির্বাচনই হবে ক্ষমতা পরিবর্তনের একমাত্র পথ সোপান।

> এদেশে গণতন্ত্রের চর্চা হয়েছে খুবই অল্প সময়। পুরো পাকিস্তান আমলে তেইশ বছরের একুশ বছরই ছিল সামরিক সরকারের অধীনে। দেশ স্বাধীন হবার পর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকায় গণতন্ত্র দৃঢ় হয়নি। ৭৫ পট পরিবর্তনের পর দেশ আবারও নিমজ্জিত হয় সামরিক শাসকের যাত্রাকালে। নূর হোসেনের মত শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে ৯০ গণ অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে সামরিক জান্তা এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। দেশে শুরু হয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা

তরিকুলের পক্ষে ব্যালট প্রতিবাদ

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ১৬ সেপ্টেম্বর যশোর ঈদগাহ ময়দানে এক বিশাল নির্বাচনী জনসভায় যশোর-৩ আসনে দলীয় প্রার্থী আলী রেজা রাজুকে ভোট দেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'উদীচী হত্যাযজ্ঞ, সাংবাদিক মুকুল ও কেবল হত্যা মামলার নেপথ্য নায়ক তরিকুল ইসলামকে আপনারা ভোট দেবেন না। এদের নিয়েই বিএনপি নেত্রী সন্ত্রাস দমনের স্বপ্ন দেখে। তারা জিতলে দেশে আবার অরাজকতা সৃষ্টি হবে'। আর তরিকুল ইসলাম সম্পর্কে আলী রেজা রাজুর অভিমত ছিল, 'তরিকুল জঘন্য ধরনের লোক। সে একজন খুনি, সমাজের দুশমন। তার মত জঘন্য লোককে বিবেকবান কোনো মানুষ ভোট দিতে পারে না।' তরিকুল সম্পর্কে উদীচীর কেন্দ্রীয় নেতা সৈয়দ হাসান ইমামের বক্তব্য ছিল, 'সে নির্বাচিত হলে উদীচী হত্যাযজ্ঞ মামলার ১২টা বেজে যাবে। তাই তাকে কেউ ভোট দেবেন না।' খালেদুর রহমান টিটো দক্ষিণবঙ্গের আর একজন শীর্ষ রাজনীতিবিদ। তিনি তরিকুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ২ জন দীর্ঘদিন ছিলেন ভিন্ন ২ শিবিরের, তারপর আবার তারা একদলে সমবেত হয়েছিলেন '৯৭ সালে। শর্ত ছিল তাকেই যশোর-৩ আসনে মনোনয়ন দেয়া হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। দল মনোনয়ন দেয় তরিকুল ইসলামকেই। দলবদল করেন তিনি। এবং প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন তরিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে। তরিকুল ইসলামকে দুর্নীতিবাজ, কালো টাকার মালিক, গডফাদার, সাংবাদিক মুকুল, কেবল ও উদীচী হত্যাযজ্ঞের নেপথ্য নায়ক হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি তাকে ভোট না দেয়ার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। তরিকুলকে হারাতে তিনি ভোটের ময়দানে নেমে পড়েন আওয়ামী লীগ প্রার্থী আলী রেজা রাজুর পক্ষে। রাজুকে সমর্থন করে জাসদ (রব) নেতৃবৃন্দও। যে কারণে তরিকুল ইসলাম কি ফলাফল করেন তা নিয়ে অনেকের মনেই সংশয় ছিল। পরপর দু'টি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কাছে পরাজিত তরিকুল ইসলাম এবারো যে ফেল করবেন এমন আশংকাই ছিল বেশি। এর নেপথ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল। তাহলো সাংবাদিক মুকুল ও কেবল এবং উদীচী হত্যাযজ্ঞে তার জড়িত থাকার গুরুতর অভিযোগ ওঠা। এর মধ্যে মুকুল ও উদীচী হত্যা মামলায় তিনি চার্জশিটভুক্ত অন্যতম আসামি। তারপরও অনেকের মতামত ছিল, তরিকুল ইসলাম গণমানুষের নেতা। যশোরের উন্নয়নের কারিগর। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক। এ কারণে বিএনপি'র এই শীর্ষ নেতা এবারের নির্বাচনে কেমন ফলাফল করেন তা জানার জন্যে যশোরবাসী তো বটেই, বলা যায় গোটা দেশের মানুষও আলাদা একটা দৃষ্টি রেখেছিলেন তার দিকে। কিন্তু যশোরের সব ভোট কেন্দ্রের ভোট গণনা শেষে যখন ফলাফল ঘোষণা করা হয়, তখন সবার তাক লেগে যায়। শুধু জয় নয়, তিনি জেতেন বিপুল ভোটের ব্যবধানে।

গত নির্বাচনে যে প্রার্থীর কাছে তিনি ১০ হাজারের বেশি ভোটের ব্যবধানে হেরেছিলেন, সেই আলী রেজা রাজুকে তিনি হারিয়ে দেন ৩৯ হাজার ৬শ' ৩৩ ভোটের ব্যবধানে। যশোরের ইতিহাসে তার এ বিজয় একটি রেকর্ড। তিনি ভোট পান ১ লাখ ৪৭ হাজার ৭৪৪টি। আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আলী রেজা রাজু পান ১ লাখ ৮ হাজার ১১১ ভোট। তরিকুল ইসলাম ভোট প্রাপ্তির মধ্যেও গোটা খুলনা বিভাগের মধ্যে রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। তরিকুল ইসলামের এই বিপুল ভোট লাভে বিমূঢ় হয়ে গেছেন যশোরের ভোট বোদ্ধারা। তরিকুল ইসলাম, বিএনপি নেতাকর্মী আর সাধারণ ভোটারদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তারা ব্যালেটের মাধ্যমে তার প্রতি হওয়া অত্যাচারের জবাব দিয়েছেন। এ নির্বাচন ছিল তার অস্তিত্বের লড়াই। বাঁচা-মরার লড়াই। সে লড়াইয়ে জনগণ তার পক্ষেই রায় দিয়েছে।

যশোর থেকে **মামুন রহমান**

‘সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আমার নির্দেশ, হয় ভালো হয়ে চলো, নইলে কারাগারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও’

তরিকুল ইসলাম

সাপ্তাহিক ২০০০ : *কঠিন এক যুদ্ধে জিতেছেন আপনি।*

তরিকুল ইসলাম : হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে। সব বিজয়ই গর্বের, ভালো লাগার। যারা আমাকে ভোট দিয়েছে তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাদেরকে অভিনন্দন।

২০০০ : কিন্তু এ বিজয় তো এত সহজ হওয়ার কথা ছিল না?

তরিকুল : কেন নয়? আমি মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করি। যশোরের উন্নয়নের জন্য রাজনীতি করি। তাহলে আমি জিতব না কেন? যশোরের মানুষ যে আমাকে ভালোবাসে তা আরো একবার প্রমাণ হয়ে গেল।

২০০০ : কিন্তু গত দুটি নির্বাচনে আপনি হেরেছিলেন। তাহলে তখন কি জনগণ আপনাকে ভালোবাসতো না?

তরিকুল : না, না? আমি কখনো হারিনি। যশোরের মানুষ সব সময় আমার পাশে থেকেছে। আমাকে ভোট দিয়েছে। কিন্তু আমার সে ভোট ছিনতাই করে নেয়া হয়েছে। গত দুটি নির্বাচনেই ভোট ডাকাতি করে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা আমার বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে। ’৯১ সালের নির্বাচনে বিজয়নগর কেন্দ্রে কারচুপি করে কয়েকশ’ ভোটের ব্যবধানে আমাকে হারানো হয়। এ ব্যাপারে আদালতে মামলা করলে রায়ে আমারই জয় হয়। একইভাবে হারানো হয় ’৯৬ সালের নির্বাচনেও। এবার আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা সে সুযোগ পায়নি।

২০০০ : আপনি সন্ত্রাসের কথা বলছেন। কিন্তু সে অভিযোগ তো আপনার বিরুদ্ধেও?

তরিকুল : আমি কখনো সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেই না। বরং জাতিকে আমরা কথা দিয়েছি, জিততে পারলে গোটা দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করবো। জাতি আমাদেরকেই সমর্থন করেছে।

২০০০ : কিন্তু আপনার দলের একাংশই তো আপনার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তোলেন। আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু টিটো দল ত্যাগ করে একই কথা বলছেন।

তরিকুল : টিটোর কোনো রাজনৈতিক চরিত্র নেই। প্রতি জুম্মায় (শুক্রবার) দল ত্যাগ করলে তাদের দশা এমনি হয়। যশোর-৩ আসনে মনোনয়ন না পেয়েই তিনি এসব করছেন। তার মুখে এসব কথা মানায় না। তিনি কেমন ধরনের লোক তা যশোরবাসী জানে। কারা সন্ত্রাসী দুর্বৃত্ত লালন-পালন করে তাও কারো অজানা নেই। সন্ত্রাসী, চোরাচালানি আর দুর্বৃত্তদের নিয়েই টিটো থাকে। তার কাছে জিজ্ঞাসা করবেন নওশের কে? তার মুখে এসব মানায় না।

২০০০ : আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী আলী রেজা রাজুও আগে জেলা বিএনপি’র সভাপতি ছিলেন। তিনিও কিন্তু একই কথা বলছেন?

তরিকুল : এদের রাজনৈতিক চরিত্র নেই বলেই এসব বলতে পারছে। কিন্তু বাস্তবে অতীত ঘাটলেই বেরিয়ে পড়বে কারা সন্ত্রাসী লালন-পালন করে। কারা যশোরের গডফাদার। সংসদ সদস্য প্রার্থী মোস্তাক হাসানসহ রবিউল, খাইরুল, রাজকুমার, ময়না, ডাকু, রবি, দিলু, নেপাল, শাহিন সিদ্দিকীকে কারা হত্যা করেছে। কে না জানে এসব হত্যাকান্ডের নেপথ্য কাহিনী!

২০০০ : কারা ঘটিয়েছে এসব হত্যাকান্ড?

তরিকুল : অনুসন্ধান করুন, জানতে পারবেন। সবাই জানে।

২০০০ : কিন্তু আপনি জঘন্য দু’দুটি হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি। তারা নয়।

তরিকুল : হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু এ ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। হত্যার মত জঘন্য কাজের সঙ্গে আমি জড়িত থাকতে পারি না। যশোরের মানুষ তো জানে। আজ যে রাজু, টিটো আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে তারাও একসময় বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বলেছে এসব মিথ্যা। তরিকুল ইসলাম নির্দোষ। আপনারাও শুনেছেন। যশোরবাসী শুনেছে। টিটোর সাক্ষাৎকার এটিএনসহ বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে প্রচার হয়েছে। গোটা দেশবাসী তা দেখেছে এবং শুনেছে। তার এখনকার বক্তব্য শুনে সবাই ছিঃ ছিঃ করছে। মানুষ কত নিচে নামতে পারে তারা তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

২০০০ : আপনি যদি জড়িত না থাকেন তাহলে চার্জশিটের সময় তো আপনার নাম বাদ যাওয়ার কথা।

তরিকুল : আমাকে ঐ দুটি মামলায় জড়ানোই তো হয়েছে হয়রানি করার জন্য। তাহলে চার্জশিট থেকে নাম বাদ যাবে কেন? কিন্তু যশোরবাসী জানে আমি এমন নারকীয় কাজ করতে পারি না। সে জন্যই তারা ব্যালট বিপ্লব ঘটিয়ে আমার পক্ষে রায় দিয়েছে। আপনি হয়তো জানেন, আমার রাজনৈতিক ঐতিহ্য রয়েছে। এক সময় ছাত্র ইউনিয়ন করতাম। বৃহত্তর যশোরের সভাপতি ছিলাম। ’৬৩ সালে এমএম কলেজের জিএস ছিলাম। ’৬৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে ৫ বছর জেল

শিবির সন্ত্রাসী
পেশাদার খুনি সাজ্জাদ

গ্রেপ্তার হলো চাঞ্চল্যকার ৮ হত্যা মামলার প্রধান আসামি শীর্ষ সন্ত্রাসী শিবির ক্যাডার সাজ্জাদ ও দেলোয়ার। স্বতঃস্ফূর্ত সাজ্জাদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বিভিন্ন প্রশ্নের সাবলীল জবাব দেন। বেরিয়ে আসে অনেক তথ্য... লিখেছেন চট্টগ্রাম থেকে **সুমি খান**

সাপ্তাহিক ২০০০ : *আপনাকে কেন গ্রেপ্তার করা হলো? আপনি কোন সংগঠন করেন?*

সাজ্জাদ : আমার বিরুদ্ধে এইট মার্ডারের চার্জশিট হয়েছে। আমি ইসলামী ছাত্র শিবিরের সিন্ডিকেট সদস্য ছিলাম।

২০০০ : এ পর্যন্ত কটা খুন করেছেন? কেন করেছেন?

: এ পর্যন্ত কয়েকটা খুন করেছি। ইসলামবিরোধী তৎপরতা যাদের তাদের

খেটেছি। প্রথম শহীদ মিনার করার দায়ে ১২ মাস কারাগারে থাকতে হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেছি। '৭৩ সালে পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হই, '৭৮ সালে হই চেয়ারম্যান। '৭৯ সালে এমপি নির্বাচিত হই। এরপর '৮১ সালে হই প্রতিমন্ত্রী। এত কথা বললাম এ জন্যে যে, আমি হঠাৎ করেই নেতা হইনি যে আমাকে খুন, গুম চালিয়ে নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে হবে। আমি অনেক সংগ্রাম করেছি। অনেক ত্যাগ স্বীকার করেই এ পর্যন্ত এসেছি। রাতারাতি 'জেনারেল' হইনি। সেপাই থেকে জেনারেল হয়েছি। তাহলে আমাকে হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিতে হবে কেন?

২০০০ : যশোরে তো আরো অনেক নেতা আছে, তাহলে আপনার ওপর এতো আক্রোশ কেন?

তরিকুল : আমি দলের জন্য নিবেদিত হয়ে কাজ করি। আমাকে যারা হয়রানি করছে তারা জানে আমাকে ঘায়েল করতে পারলে খুব সহজে তারা লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারবে। স্বৈরাচার এরশাদ আমাকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ৬ মাস আটকে রেখে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল। কিন্তু আমি আদর্শচ্যুত হইনি। এরশাদের কথিত হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছিল আমার বিরুদ্ধে। কিন্তু শত নির্যাতনের মুখেও তারা আমার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আমাকে কারাগারে পাঠায়। আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধেও আমি অনেক আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি। এজন্যই আমার ওপর এতো আক্রোশ।

২০০০ : আপনি জিতেছেন। আপনার দল সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। যে কারণে ইতিমধ্যেই অনেকে বলতে শুরু করেছে– মুকুল এবং উদীচী হত্যা মামলার অপমৃত্যু ঘটবে। প্রভাব খাটিয়ে আপনি রেহাই পেয়ে যাবেন।

তরিকুল : আমি আগেই বলেছি, ঐ দুটি ঘটনার সঙ্গে আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তবু আমার নামে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে। আপনি জানেন, গোটা দেশবাসী জানে, মুকুল হত্যা মামলার যে চার্জশিট আদালতে দাখিল করা হয়েছে তা নিহত মুকুলের স্ত্রী মামলার বাদী শিরিনও প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার নারাজি আবেদন এখন হাইকোর্টে বিবেচনাধীন রয়েছে। আর উদীচী হত্যা মামলা থেকে আমার নাম বাদ দেয়ার জন্যে আমি আদালতে যে আবেদন করেছিলাম তা সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে। ফলে এখানে প্রভাব বিস্তারের কোনো সুযোগ নেই। আমার নাম চার্জশিটে থাকবে কি থাকবে না তার ফয়সালা করবে আদালত।

২০০০ : আপনি এমপি হয়েছেন, মন্ত্রীও হবেন এটা নিশ্চিত। এমন অবস্থায় যদি আপনার নাম চার্জশিট থেকে বাদ যায় তাহলে সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠেতেই পারে?

তরিকুল : আদালত কি রায় দেবে তা তো আদালতই জানে। আদালতে তো সবাই ন্যায় বিচারই পেয়ে থাকে।

২০০০ : আপনাকে ভোট দেয়ার আহ্বান জানিয়ে যশোরের জনসভায় ম্যাডাম বলেছিলেন, আপনি জিতলে যশোরবাসী আপনাকে যে পদে চাইবেন তিনি তা মেনে নেবেন। যশোরবাসী চায় আপনাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করা হোক।

তরিকুল : মন্ত্রিত্বের প্রতি আমার কোনো মোহ নেই। যশোরবাসী আমাকে ভালোবাসে। তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। এখন আমাকে মন্ত্রিত্ব দিলেও আমি খুশি, না দিলেও খুশি। তবে মাননীয় নেত্রী আমাকে যে দায়িত্ব দেবেন আমি তা পালন করতে প্রস্তুত।

২০০০ : যশোরের উন্নয়নের জন্যে কি ভাবছেন?

তরিকুল : ইতিপূর্বে আমরা যখন ক্ষমতায় ছিলাম তখন যশোরে ১০ হাজার কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ করেছিলাম। কিন্তু গত ৫ বছরে যশোরে তেমন কিছুই হয়নি। আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপিরা নিজেদের ভাগ্য গড়ার জন্য লুটপাটে ব্যস্ত ছিল। সে জন্য যশোরের মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই যশোরের উন্নয়নে যা যা করা প্রয়োজন তা আমি করবো।

২০০০ : সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্যে কি কি পদক্ষেপ নেবেন?

তরিকুল : সন্ত্রাস নির্মূল করার জন্যে আমরা জাতিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। সন্ত্রাস ও আওয়ামী দুঃশাসনের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে জাতি আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছে। ফলে সন্ত্রাসকে সমূলে উৎপাটন করা হবে।

২০০০ : আপনাদের দলেও সন্ত্রাসী আছে?

তরিকুল : সন্ত্রাসীদের কোনো দল নেই। ওরা জাতির শত্রু। আমার একটাই নির্দেশ, হয় ভালো হয়ে যাও, নইলে জেলখানায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে যাও। সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসীদের সঙ্গে কোনো আপস নেই। জাতিকে আমরা শান্তিতে থাকতে দিতে চাই। দেশকে এগিয়ে দিতে চাই।

২০০০ : কিন্তু আওয়ামী লীগ তো আপনাদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। জাতিকে আপনারা শান্তিতে রাখবেন কিভাবে?

তরিকুল : আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণ নেগেটিভ রাজনীতি করছে। হেরে যাওয়ায় তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এভাবে এগুলে তাদের অপমৃত্যু হবে। জনগণের নয়, একটি গোষ্ঠীর দল হিসেবে চিহ্নিত হবে। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে তাদের উচিত হবে সংসদে এসে কথা বলা। দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করা।

মামুন রহমান

অস্ত্রসহ শিবির ক্যাডার সাজ্জাদ

হত্যার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে।

২০০০ : ইসলাম তো শান্তির ধর্ম, আপনার সংগঠন কি সঠিক শিক্ষা দিয়েছে?

: আপনি কি মুসলমান?

২০০০ : আপনার বর্তমান অনুভূতি কি?

: যেহেতু ধরা পড়েছি তাই অনুতপ্ত।

২০০০ : একজন কৃতী ছাত্র হবার পরও এ পথে কেন গেলেন? ধনাঢ্য পিতার সম্পত্তি নিয়েই তো থাকতে পারতেন?

: আমার বাবার সম্পত্তি আমি এখনো পাচ্ছি। আমার পেছনে এখনো প্রচুর খরচ করছে বাবা। তবে আওয়ামী লীগ ইসলাম বিরোধী কাজ করে। এদের ক্যাডার সুনীল আমার স্যার খুকুমনিকে হত্যা করেছে। তার প্রতিশোধ নিতেই আমার এ পথে আসা।

২০০০ : আপনার হাতে প্রথম অস্ত্র কোনটি, হত্যা কোনটি প্রথম?

: প্রথম অস্ত্র একে-৪৭। লিয়াকত কমিশনার প্রথম হত্যা।

২০০০ : অস্ত্র চালাতে শিখলেন কি করে?

: সে তো সবাই পারে, আপনিও পারবেন।

২০০০ : প্রথম অস্ত্র নিয়ে কি করলেন? কোন অস্ত্র আপনার পছন্দ?

: প্রথম অস্ত্র হাতে বিলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করেছি। একে-৪৭, এম-১৬, জি-থ্রি, জি-ফোর সব আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারি। তবে

এম-১৬ আমার প্রিয় অস্ত্র। একে-৪৭ সব সময় সাথে রাখতাম।

২০০০ : এতো হত্যা কার নির্দেশে করেছেন?

: অবশ্যই দলীয় নির্দেশে। হাবিব খান আমাকে নির্দেশ দেয়।

২০০০ : আপনাদের কতো অস্ত্র আছে? ক্যাডার সংখ্যা কত?

: সিন্ডিকেট সদস্য ১৩৫ জন। ৬-৭টা একে-৪৭ এবং একে-৫৬ আছে। নাজিরহাটে ১টা এম-১৬ আছে। এল.এম.জি, এম-১৬, জি-টু, জি-থ্রি, ব্যারটগান (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ছাড়া কোথাও নেই) আছে। যখন যেটা পেতাম নিতাম।

২০০০ : এইট মার্ডার কিভাবে করলেন?

: ছাত্রলীগের ছেলেরা গুলি করাতেই আমরা করেছি। বাকলিয়া আমাদের এলাকা, সরকারি কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট তো আমাদের দখলেই থাকবে। তাদের অন্যায় দাবির সাধ মিটিয়ে দেবার জন্যেই মেহেদী, কুদ্দুসসহ অন্য নেতাদের হত্যা করতে চেয়েছি। কিন্তু টার্গেট মিস্ হয়ে সাধারণ কিছু নেতা-কর্মী মেরেছি। পূর্ব পরিকল্পিতভাবেই আমরা বহদ্দারহাট এলাকায় ছিলাম। তবে এর আগের রাতে তাদের খোঁজে শেরশাহ কলোনিতে গেছি। সেদিন সোর্স মিস্‌গাইড করাতে চায়ের দোকানে মেহেদী, কুদ্দুসদের দেখেও হত্যা করতে পারিনি। সেদিন ওদের মারতে পারলে আর ৮ খুন করতে হতো না।

২০০০ : এরপর কি করলেন?

: আমি পেটের ডানদিকে গুলিবিদ্ধ হই, তবে মারা যাইনি। মারা গেছি ভেবে গিটু নাছির আমাকে কলমা পড়ায়। পরে বেঁচে আছি দেখে গিটু নাছির, আলমগীর, ইকবাল, সোলায়মান, রিমন ব্রাশ ফায়ার করে। এরপর আমি মাইক্রোতে উঠে নিহতদের থেকে ১টা শটগান, ১টা একে-৪৭, কাটা রাইফেল, ১টা থ্রি টু রাইফেল, ১২০-২৫ রাউন্ড গুলি নিয়ে আমাদের গাড়িতে করে চকবাজার চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ গেটে আসি। গাড়ি Change করে মার্শাল ব্যাগে অস্ত্র ভরে হোস্টেল গেটে হাবিব খানের কাছে ব্যাগটি দিয়ে পূর্বে প্রস্তুত রাখা আরেকটি মাইক্রোতে উঠে ঢাকার দিকে চলে যাই। গিটু নাছির, আলমগীর, এনাম, ইকবাল, শফি সেখানে ইবনে সিনায় ২০-২৫ দিন চিকিৎসা নিই। বুকের হাড় ঠিক হয়ে এলে আগারগাঁও ব্যাচেলর রুমে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় দু'জন করে থাকি। ৫-৬ মাসের মাথায় কানাডা চলে যাই।

২০০০ : ইবনে সিনায় কোন নামে ছিলেন? বিল কতো দিয়েছেন?

: ইবনে সিনায় নাম জিজ্ঞেস করে না। তবে 'আখতার' নামে ছিলাম। তাছাড়া বিল তো ওখানে নেয় না। শিবিরের নেতা-কর্মীরা এমনিতেই ওখানে চিকিৎসা পায়।

২০০০ : আপনি চট্টগ্রাম কবে এসেছেন? আজ কি করেছেন?

: গতকাল (১-১০-০১) এসেছি। সাড়ে তিন বছর পর বাবা-মাকে দেখবো বলে বাড়ি গেছি। নির্বাচন উপলক্ষে প্রয়োজন হলে কাজ করাতে মোর্শেদ খান ডেকেছিলেন। আজ ওনার বাসাতেই ভাত খেয়েছি।

২০০০ : তিনি তো অস্বীকার করেছেন, আপনি মিথ্যা বলছেন।

: আমি মিথ্যা বলি না, যাচাই করে দেখতে পারেন। তবে আমাদের মতো আসামিরা ধরা পড়লে সংগঠন, রাজনৈতিক নেতারা সবই অস্বীকার করে।

২০০০ : শিবির তো অস্বীকার করছে। আপনি তাদের কর্মী নন এও বলছে।

: তা তো বলবেই। নাছির ভাইকেও তো বলেছিলো। কিন্তু এখন তো ঠিকই জামিনের চেষ্টায় মামলা চালাচ্ছে সংগঠন। আমার ক্ষেত্রেও তাই হবে।

২০০০ : মুক্তি পেলে কি করবেন? আবার কোনো হত্যা?

: সুযোগ পেলে নীলকান্ত মনিদের ছেলে সুনীলকে শেষ করবো। তবে মুক্তি পেলে বিদেশে চলে যাবো।

২০০০ : আপনার গ্রেপ্তার কি অপ্রত্যাশিত ছিল?

: আমাদের দল এখন ক্ষমতায় যাচ্ছে। এ অবস্থায় গ্রেপ্তার হবো ভাবিনি। ঘুমের ঘোরে না থাকলে হাবিব খানের টেলিফোনে সতর্ক হলেই বেঁচে যেতাম। ১৫ মিনিটের মধ্যেই পুলিশ ধরে ফেললো!

২০০০ : হাবিব খান কি করে জানলো

তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ১৭টি আসন

অষ্টম সংসদ নির্বাচনে ১৭টি আসনে ফলাফল নির্ধারিত হয়েছে ৩ হাজার বা তারও কম ভোটের ব্যবধানে। এর মধ্যে ৯টি আসনে আওয়ামী লীগ, ৭টিতে বিএনপি এবং ১টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরেছেন। ৭ম সংসদ নির্বাচনে এ ধরনের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসন ছিল ৪৮টি। ৫ম সংসদ নির্বাচনে যা ছিল ৫৩টি।

আসন	বিজয়ী প্রার্থী	বিজয়ী দল	ব্যবধান	২য় স্থান
যশোর-৬	এএসএইচকে সাদেক	আ. লীগ	১৬৫	স্বতন্ত্র
ঝিনাইদহ-১	আব্দুল হাই	আ. লীগ	৩৩৪	বিএনপি
হবিগঞ্জ-২	নাজমুল হাসান জাহিদ	আ. লীগ	৩৪৭	বিএনপি
গাজীপুর-৩	ফজলুল হক মিলন	বিএনপি	৩৮৮	আ. লীগ
কিশোরগঞ্জ-৪	ড. ওসমান ফারুক	বিএনপি	৬৭৭	আ. লীগ
বাগেরহাট-৪	মুফতি আ: সাত্তার	জামায়াত	৮৪১	আ. লীগ
বান্দরবন	বীর বাহাদুর	আ. লীগ	৭৫৩	বিএনপি
মৌলভীবাজার-১	এবাদুর রহমান চৌধুরী	বিএনপি	৮৮৫	আ. লীগ
ঢাকা-৮	নাসির উদ্দিন পিন্টু	বিএনপি	১০৮৭	আ. লীগ
গাইবান্ধা-২	লুৎফুর রহমান	আ. লীগ	১২১৭	বিএনপি
কিশোরগঞ্জ-১	ইদ্রিস আলী ভূঁইয়া	আ. লীগ	১৩৫৪	বিএনপি
টাঙ্গাইল-৬	গৌতম চক্রবর্তী	বিএনপি	১৮৭৪	আ. লীগ
টাঙ্গাইল-৭	একাব্বর হোসেন	আ. লীগ	২০৭৪	বিএনপি
টাঙ্গাইল-২	আব্দুস সালাম পিন্টু	বিএনপি	২২৭৪	আ. লীগ
ফরিদপুর-৪	আব্দুর রাজ্জাক	আ. লীগ	২৬৪৫	বিএনপি
ঢাকা-১	নাজমুল হুদা	বিএনপি	২৭৭১	আ. লীগ
শেরপুর-২	জাহেদ আলী চৌধুরী	বিএনপি	২৮৮৪	আ. লীগ

বি. দ্র : কিশোরগঞ্জ ১, ৪ মৌলভীবাজার-১ এবং বাগেরহাট আসনের স্থগিত কেন্দ্রগুলোর ভোট এই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি

বদরুল আলম নাবিল

পুলিশ রেইড করছে?

: পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ওনার ভালো যোগাযোগ।

২০০০ : আপনারা আর কাকে হত্যা করেছেন? পুলক বিশ্বাস, মং সাইকেসহ?

: সেসব হিসাব দিতে পারবো না। তবে পুলক বিশ্বাসের বাড়িতেই ওকে হত্যা করেছে আমাদের সিন্ডিকেট। মং সাইকে কক্সবাজার থেকে ওখানকার স্থানীয় লোকের মাধ্যমে এন মুহসীন কলেজের পাহাড়ে টর্চার করা হয়। এরপর গিয়াস হাজারিকার বাড়িতে নিয়ে এসিড দিয়ে তার মুখ ঝলসে দেয়া হয়। যে কারণে তাকে নিরুদ্দেশ ভেবেছে সবাই।

২০০০ : আপনি এতো অল্প বয়সে এতো হত্যা করেছেন, এতোটুকুও হাত কাঁপেনি কখনো?

: আমরা সাংগঠনিক শিক্ষা পেয়েছি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েছি। ইসলামবিরোধীদের শেষ করার জন্যেই শিক্ষা পেয়েছি।

২০০০ : আপনার এখন কাকে দায়ী মনে হচ্ছে এ পথে আসার পেছনে?

: আখেরাতে দায়ী করবো।

২০০০ : হাবিব খান কি করে?

: তিনিই আমার দায়িত্বশীল। চকবাজার, চশনপুরা, বহদ্দারহাট, হাটহাজারী পর্যন্ত যতো গার্মেন্টস আছে সবই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। এসব থেকে মূল উপার্জন। তার সাইড ব্যবসা কোচিং সেন্টারসহ অন্যান্য অনেক কিছু আছে।

২০০০ : অস্ত্র কোত্থেকে পেয়েছেন?

: নাগাদের থেকে কিনেছি। এখন হাবিব খানই অস্ত্র ব্যবসা করেন।

২০০০ : মুক্তির স্বপ্ন দেখেন?

: স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছি। শুধু মায়ের কথা মনে পড়ে।

সি লে ট - ১

যে কারণে হারলেন মুহিত

সিলেটের আওয়ামী পরিবারে গ্রুপিং-লবিং এবং শীর্ষ নেতাদের দ্বন্দ্বের কারণে আওয়ামী শাসনের পাঁচ বছরে সিলেটে উল্লেখ করার মত কোনো কাজ (দু'একটি কর্মকান্ড ছাড়া) তেমন কিছু হয়নি। এসব কারণে জাতীয় রাজনীতির সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন আসন সিলেট-১ (সদর-কোম্পানিগঞ্জ)-এ আওয়ামী লীগ প্রার্থী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের ভরাডুবি ঘটেছে... লিখেছেন **নিজামুল হক বিপুল**

সপ্তম সংসদের স্পিকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর মৃত্যুর পর বৃহত্তর সিলেটে আওয়ামী পরিবারে দীর্ঘ দিনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের আপাত অবসান ঘটলেও ১ অক্টোবরের নির্বাচনে সিলেট অঞ্চলে বিপর্যয়ের জন্য আওয়ামী লীগের ঐ দ্বন্দ্বই প্রকটভাবে কাজ করেছে। স্পিকারের মৃত্যুর পর সিলেটে প্রকাশ্য জনসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্পিকার গ্রুপে বিভক্ত সিলেটে আওয়ামী লীগের উভয় গ্রুপের নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্তসহ প্রায় প্রত্যেক নেতা ঘোষণা দেন সিলেটে আওয়ামী লীগের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু প্রকাশ্য ঘোষণা দিলেও ভেতরে ভেতরে এই গ্রুপিং বা অন্তর্দলীয় কোন্দলের কার্যক্রম ছিল অব্যাহত। যা অনিবার্যভাবে নির্বাচনে প্রভাব ফেলে এবং ভরাডুবি ঘটে আওয়ামী লীগের।

সিলেট-১ আসনে স্পিকারের মৃত্যুর পর তার কন্যা নাসরীন করিম রশীদ ব্যাপক গণসংযোগ করে ঘোষণা দেন তিনি প্রার্থী হচ্ছেন। কিন্তু পরবর্তীতে আবুল মাল আব্দুল মুহিতকে প্রার্থী করে আওয়ামী লীগ। এতে দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হন নাসরীন। কিন্তু গত আগস্টে সিলেট মাদ্রাসা মাঠের জনসভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নাসরীনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। অনেকেই ধরে নেয় নাসরীনকে নেত্রী ম্যানেজ করেছেন এবং তিনি মুহিতের পক্ষে কাজ করবেন। কিন্তু ঐ জনসভার পর সিলেটের আওয়ামী পরিবারের সঙ্গে নাসরীনের আর

কোনো যোগাযোগ হয়নি। কিংবা আওয়ামী লীগও তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রচারণায় নামার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। যার ফলে নির্বাচনী প্রচারণার শেষ মুহূর্তে এসে নাসরীন ও তার সঙ্গে থাকা একটি অংশ প্রকাশ্যে মুহিতের বিপক্ষে অর্থাৎ সাইফুরের পক্ষে মাঠে নামে। দ্বিতীয়ত, সিলেটের রাজনীতিতে বহুল আলোচিত বাবরুল হোসেন বাবুল নির্বাচনের ৮/১০ দিন পূর্বে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে মুহিতের পক্ষে প্রচারণায় নামলেও তার দলে যোগদানের বিষয়টি দলের একটি প্রভাবশালী অংশ মেনে নেয়নি। ঐ অংশটি হঠাৎ করে প্রচারণা থেকে দূরে সরে যায়। তৃতীয়ত, প্রয়াত স্পিকারের এপিএস সিরাজুল ইসলাম বাদশার কর্মকান্ডে (স্পিকারের জীবদ্দশায়) সাধারণ মানুষ ছিল অতিষ্ঠ। যার জবাব নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ ভোটাররা দিয়েছে। চতুর্থত, সিলেটের আওয়ামী পরিবারে গ্রুপিং-লবিং এবং শীর্ষ নেতাদের দ্বন্দ্বের কারণে আওয়ামী শাসনের পাঁচ বছরে সিলেটে উল্লেখ করার মত কোনো কাজ (দু'একটি কর্মকান্ড ছাড়া) তেমন কিছু হয়নি। এসব কারণে জাতীয় রাজনীতির সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন আসন সিলেট-১ (সদর-কোম্পানিগঞ্জ)-এ আওয়ামী লীগ প্রার্থী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের ভরাডুবি ঘটেছে।

তবে মুহিত ৩ অক্টোবর সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সাংবাদিকদের বলেছেন, তার পরাজয়ের ক্ষেত্রে প্রশানের নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব, অবিশ্বাস্য রকমের জালিয়াতি এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ভোটারদের ভোট প্রদান থেকে বিরত রাখা প্রধান ভূমিকা রেখেছে।

বৃহত্তর সিলেট

বিপর্যয়ের মুখেও তিন সাংসদের হ্যাটট্রিক বিজয়

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বৃহত্তর সিলেটে আওয়ামী লীগের মহাবিপর্যয়ের মুখে নানা প্রতিকূলতার বিপরীতে সিলেটের তিন প্রবীণ নেতা হ্যাটট্রিক বিজয় অর্জন করেছেন। হ্যাটট্রিক বিজয়ী এই তিন নেতা হচ্ছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রবীণ এবং প্রভাবশালী আওয়ামী নেতা আব্দুস সামাদ আজাদ, সাবেক হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ এবং এনামুল হক মোস্তফা শহীদ। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে দেখা যায়, এদের তিন জনের বিজয়ই ছিল অনেক কষ্টার্জিত এবং শ্রোতের বিপরীতে অনেকটা সৌভাগ্যক্রমে। সুনামগঞ্জ-৩ আসনে ১৯৯১ ও '৯৬-এর পর এবার তৃতীয়বারের মত বিজয়ী হয়েছেন আব্দুস সামাদ আজাদ। তার প্রাপ্ত ভোট ৬৯৪২৮। এই আসনে ধানের শীষ নিয়ে চারদলীয় জোটের প্রার্থী ইসলামী ঐক্যজোটের শাহীনুর পাশা চৌধুরী পেয়েছেন ৬৩৩১৫ ভোট। গত নির্বাচনে সামাদ আজাদ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে প্রায় ১০ হাজার ভোটে পরাজিত করলেও এবার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সাথে ভোটের ব্যবধান ছিল মাত্র ৬,১১৩ ভোট। অর্থাৎ গত নির্বাচনের তুলনায় এবার তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়তে হয়েছে।

মৌলভীবাজার-৪ আসনে এবার তৃতীয়বারের মত বিজয়ী হয়েছেন উপাধ্যক্ষ এমএ শহীদ। তবে '৯১ ও '৯৬-এর তুলনায় এবার তাকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছিল। দলীয় মনোনয়ন লাভে ব্যর্থ দলের স্থানীয় পাঁচজন প্রার্থী একাট্টা হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী করেছিলেন এলাকায় সোনামুজিব হিসেবে পরিচিত এক ক্রোড়পতি হাজি মুজিবুর রহমানকে। নৌকার শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই আসনে এবারের নির্বাচনে শহীদ ভোট পেয়েছেন ৯৫,৯৩৮টি। অন্যদিকে মুজিবের বাক্সে জমা পড়েছে ৭০,৪০৭ ভোট। স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে মৌলভীবাজার-৪ আসনে নৌকার ভোট ব্যাংক হিসেবে পরিচিত বিপুল সংখ্যক চা-শ্রমিকদের ভোট না থাকলে এবার শহীদের পক্ষে জয়ের মুখ দেখা ছিল খুবই কঠিন। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মুজিব মোটা অংকের অর্থ বিনিয়োগ করে বস্তির ভোট নিজের বাক্সে নিয়ে নিয়েছিলেন।

হবিগঞ্জ-৪ (মাধবপুর-চুনারুঘাট) আসনেও আওয়ামী লীগ প্রার্থী এনামুল হক মোস্তফা শহীদ কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তৃতীয়বারের মত সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। চা-বাগান অধ্যুষিত এই আসনে চা-শ্রমিকরা যেমন মোস্তফা শহীদের বিজয়ী হওয়ার পেছনে ভূমিকা রেখেছে তারচেয়েও বেশি ভূমিকা রেখেছে ধানের শীষ ও লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে দাঁড়ানো দুই সহোদর সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়সল ও সৈয়দ মোঃ কায়সার। এই দুই সহোদর ভোট পেয়েছেন যথাক্রমে ৯৩,০৩১ ও ৩২,৪৪৬ ভোট। অন্যদিকে মোস্তফা শহীদের প্রাপ্ত ভোট ১,০৭,৩৭৬টি। অর্থাৎ দুই সহোদরের একজন প্রার্থী হলে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে নিশ্চিত হারতে হত।

কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বৃহত্তর সিলেটে আওয়ামী লীগের মহাবিপর্যয়ের মুখে এই তিন প্রার্থীর হ্যাটট্রিক বিজয় এখন আওয়ামী লীগের সান্ত্বনা।

নিজামুল হক বিপুল

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

ফোনে বন্ধুত্ব করতে চাই।— কনক, ৭১২৩১৬৬
***
মুক্ত মনের ভাবীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই। নিঃসঙ্কোচে লিখুন।— জয়, বক্স নং-২০৪, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
***
An honest & trustworthy nri needs intimate friendship with girls/ladies. Age & cast no bar. Confidentiality & reply are 100% assured. Please do writh to my E-mail add– ashokibd@yahoo.com, mobile no- 017675669
***
নিঃসঙ্গ মরুচারী, স্বজনহীন আমি এক প্রবাসী বাঙালি (বর্তমানে দেশে অবস্থানরত) যুবক। নষ্ট সময়ের সৃষ্ট ফেরারী। জীবনের এই গহীন অরণ্যে খুঁজছি অনিমেষ নির্ভরতা, নারীর হিরন্ময় সান্নিধ্য। শুধুমাত্র ইমিগ্র্যান্টরাই (অনূর্ধ্ব-৩৫) লিখুন। বিধবা, বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হলেও আপত্তি নেই।— শা, বেলাল, সাপ্তাহিক ২০০০, বক্স নং-২৩৭, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
***
শিখুন আপনার বাসায় বসে অফিস ম্যানেজমেন্ট, ওয়েবডিজাইন, গ্রাফিক্স, ইন্টারনেট, হার্ডওয়্যার ও ওরাকল, এসপিএসএস, ফক্সপ্রো ও নবম-দ্বাদশ কম্পিউটার সাইন্স শিখুন।—রনক (প্রাক্তন ঢাবি/ঢাকলেজ), ৯৩৫১১৯০-১ (অফিস), ৯৩৩৪৩৩৫ (বাসা), ranak@bdonline.com.
***
আসুন দু'জনার হোক চেনাজানা।— লিটন, ফোন ৭২১১৭৪০, রাত নয়টার পর অথবা শুক্রবার সারাদিন)।
***
বিবাহিতা/তালাকপ্রাপ্তা/বিধবা/নিঃসঙ্গ মহিলাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। চিঠি লিখুন অথবা কথা বলুন যে কোনো সময়ে। সব প্রকার গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।—লিয়ন, বক্স নং-১৮২, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০. মোবাইল- ০১৭৮০৬১৬৭
***
রূপু, কেন দ্বিধা করবো না তুমি আমার? যেহেতু তোমাকে আমি আজও ভালোবাসি সেহেতু আমি তোমারই।—মাহবুব
***
রূপবান, আমার মতো তোমাকে পৃথিবীর কোনো প্রেমিক কবে ভালোবেসেছিল তার প্রেমিকাকে?- মাহবুব
***
রূপু, তুমি মানেই শূন্যতা আবার তুমি মানেই পূর্ণতা। যে তুমি আমাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ করেছিলে সেই তুমিই আমাকে দিলে এক জীবন ভর শূন্যতা।— মাহবুব
***
রূপু, ৭ অক্টোবর, আমাদের বিবাহ বার্ষিকী। আমি আজো মনে করি সেই আকাশ কালো করা মেঘ বৃষ্টির বিশেষ দিনটিকে।—মাহবুব, জার্মানী
***
রূপুবান, সেই ৭ অক্টোবর সারা রাত জেগে থাকা রাতের শেষে ভেবেছিলাম এই ভালোবাসা থাকবে হাজার বছর, অথচ...।— মাহবুব